ঈদে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মেহেরপুরে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

মেহেরপুরে আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে জেলার পশু হাটের ইজারাদার, ব্যাংক কর্মকর্তা ও এজেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা করেছেন পুলিশ সুপার।

আজ বৃহস্পতিবার দুুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার জনাব মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম।

সভায় আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহার পশুর হাটে আগত ক্রেতা-বিক্রেতার সুবিধা-অসুবিধা ও যানজট নিরসন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় আগত অতিথিরা তাদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কথা পুলিশ সুপারকে জানান।

পুলিশ সুপার বলেন, আসন্ন ঈদ ও পশুর হাটের জন্য জেলা পুলিশের পক্ষ হতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হাটে কন্ট্রোলরুম স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জাল টাকা সনাক্তকরণে মেশিন এর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান। যেকোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিক সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খানসহ সকল থানার ওসি, ডিবি ওসি, টিআইসহ আগত পশু হাটের ইজারাদার ও ব্যাংক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

তহশিলদার জাকিরের পকেট থেকে

ঘুষের ৩৬ হাজার টাকা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি টিম বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযান চালিয়েছে।

অভিযানকালে উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা (তহশিলদার) জাকির হোসেনের পকেট থেকে ৩৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, যা ঘুষের অর্থ বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছে দুদক।

এই অভিযানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে তদন্ত কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি দুদক কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।

দুদক জানায়, বেলা ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টাব্যাপী এই অভিযান পরিচালনা করেন দুদক কুষ্টিয়া সমন্বিত কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলবুল হাসান রিয়াদ। তার সঙ্গে ছিলেন উপসহকারী পরিচালক সাইদুর রহমানসহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তা।

অভিযানের বিষয়ে সহকারী পরিচালক বুলবুল হাসান বলেন, “আমরা যথাযথ পরিচয়পত্র দেখিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য অফিসে প্রবেশ করি। কিন্তু সহকারী কমিশনার (ভূমি) অহেতুক প্রশ্ন করে আমাদের কার্যক্রমে বারবার বাধা দেন। একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল আমাদের সহযোগিতা করা, কিন্তু তিনি উল্টো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন।”

তিনি আরও বলেন, “উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা জাকির হোসেনের দেহ তল্লাশি করে বিভিন্ন পকেট থেকে থোকায় থোকায় ৩৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এটি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে নেওয়া ঘুষের টাকা বলে আমরা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছি।”

সাহারবাটি
ইউনিয়ন ভূমি
অফিস ঘুষ
বাণিজ্যের
কেন্দ্রস্থল
হয়ে উঠেছে বলে
অভিযোগ
স্থানীয়দের।
নামজারি,
জমাভাগ বা
খাজনা দিতে
গেলেই ঘুষ
দিতে হয়, নইলে
কাজ এগোয় না।

এক ভুক্তভোগী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “জমির নামজারি করতে গিয়ে একাধিকবার যেতে হয়েছে। ফাইল এক চুলও নড়ে না, যতক্ষণ না টাকা দেওয়া হয়।”

এক নারী অভিযোগ করে বলেন, “ভূমি অফিসে গেলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ শুধু হয়রানির শিকার হয়। ২০০ টাকার কাজ করতে গিয়ে ২ হাজার টাকা দিতে হয়। আমরা বিচার চাই।”

অভিযানের সময় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেনের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন বলেন, “আমি শুধু দুদক কর্মকর্তাদের পরিচয় নিশ্চিত হতে তাদের আইডি দেখতে চেয়েছিলাম। যেহেতু অফিসে কোনো লিখিত অভিযোগ ছিল না, তাই জানতে চেয়েছিলাম—৩৬ হাজার টাকা কেন জব্দ করা হলো।”

তবে দুদক কর্মকর্তারা জানান, “অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং দেহ তল্লাশিতে ঘুষের টাকাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ধরা পড়েছেন।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “দুদক যদি অভিযানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণসহ আমাদের কাছে উপস্থাপন করে,

তাহলে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন প্রশাসনে পাঠানো হবে। প্রাথমিক তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মুজিবনগরে জমির দখল নিতে রাতে কলাগাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর গ্রামে জমির দখল নিতে রাতে ১২ কাঠা জমির প্রায় ২৫০টি কলাগাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ফরজ আলী ও আরোজ আলী নামের দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার (২৯ মে) মানিকনগর গ্রামের মৃত এরশাদ আলীর ছেলে সাত্তক আলী মুজিবনগর থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে সাত্তক আলী জানান, বুধবার (২৮ মে) ফরজ আলী ও আরোজ আলী বল্লভপুর মৌজার এস.এ ৭৪৭ নং দাগভুক্ত ১ একর ৩৪ শতক জমি জোরপূর্বক মাপজোক করে দখল করেন। তিনি ও তার ছোট ভাই সাদেক এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা অস্ত্র দেখিয়ে খুন ও জখমের হুমকি দেন। পরিস্থিতি খারাপ দেখে তারা ঘটনাস্থল থেকে সরে আসেন।

সাত্তক আলীর দাবি, উক্ত জমিতে তার প্রায় ১৫০০টি কলাগাছ ছিল। রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ২৫০টি কলাগাছ কেটে ফেলায় তার প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবাদ জানাতে গেলে অভিযুক্তরা পুনরায় প্রাণনাশের হুমকি দেন।

সংবাদকর্মী সরেজমিনে গিয়ে দেখেন, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের মসজিদের পেছনে প্রায় ১২ কাঠা জমির কলাগাছ গোড়া থেকে কেটে ফেলে রাখা হয়েছে।

অভিযুক্ত ফরজ আলী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “আমি সরকারি চাকরিজীবী, বর্তমানে বান্দরবানে কর্মরত। কলাগাছ কাটার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উল্টো তারা আমাদের জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। জমির খারিজ-খাজনা আমাদের নামে। সম্প্রতি জমি মাপজোক করে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রমাণিত

হয়েছে জমিটি আমাদের। সিদ্ধান্ত হয়, তারা দুই বছর ধরে জমি ব্যবহার করায় ফসলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং তা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে লিখে দিতে হবে। কিন্তু টাকা না দিয়ে উল্টো নিজেরা গাছ কেটে আমাদের নামে দোষ চাপাচ্ছে। আমি যেহেতু দূরে আছি, সেখানে গিয়ে গাছ কাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, “সাত্তক আলী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতির অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ আল গালিব (সজিব)–এর অপসারণ ও বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কলেজের প্রবেশদ্বারের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য গালিবকে গভর্নিং বডির সভাপতি করা অনৈতিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট। তারা দাবি করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা উচিত।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, “একজন রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আসা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক পুনর্বাসন।”

এই কর্মসূচির সভাপতিত্ব করেন বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “অবিলম্বে গালিবকে অপসারণ না করা হলে আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

এ বিষয়ে গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ আল গালিবের বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট ও বসুন্ধরা সিমেন্টের হালখাতা

মেহেরপুরে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট ও বসুন্ধরা সিমেন্টের হালখাতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ মে) দুপুরে মেহেরপুর শহরের মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজ ও জি.এন এন্টারপ্রাইজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জি.এন এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মোঃ গোলাম শহীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট ও বসুন্ধরা সিমেন্টের সিএসও শাহ জামাল শিকদার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করবো। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, সবই আল্লাহর পরিকল্পিত তাই আমাদের উচিত সৎভাবে ব্যবসা করা এবং ন্যায়ের পথে চলা।

তিনি আরও বলেন, বাজারে বর্তমানে যেসব সিমেন্ট রয়েছে, তার মধ্যে বসুন্ধরা সিমেন্ট গুণগত মানে শ্রেষ্ঠ। দেশের যেকোনো জায়গার যেকোনো ব্র্যান্ডের সিমেন্টের সঙ্গে তুলনা করলেও বসুন্ধরা সিমেন্টের মান সেরা প্রমাণিত হবে। আমরা গুণগত মানে আপস করি না এবং সবসময় ক্রেতাদের কাছে সেরা পণ্য পৌঁছে দিতে

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ শাহাদাত হোসেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জোনাল ম্যানেজার জাফরুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার একে আজাদ ও মাহফুজুর রহমান, টেরিটরি সেলস ম্যানেজার মাসুদ সালাউদ্দিন এবং টি.এস.ই মোঃ রায়হানুল হক।

পরিবেশক মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজের ও জি.এন এন্টারপ্রাইজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই হালখাতা অনুষ্ঠানে স্থানীয় রিটেইলার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদারগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ১০০ জন রিটেইলার ও ঠিকাদারকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

মেহেরপুরে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্বর্ণের দোকান বন্ধ ঘোষণা

বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. রিপুনুল হাসানকে ‘মিথ্যা ও হয়রানিমূলক’ মামলায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলার সকল স্বর্ণের দোকান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলার জুয়েলার্স সমিতি।

বৃহস্পতিবার (২৯ মে) সকাল থেকেই মেহেরপুর শহর ও উপজেলার সকল জুয়েলারি দোকান বন্ধ রয়েছে। এতে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে।

জেলা জুয়েলার্স সমিতির নেতারা জানিয়েছেন, তারা এই গ্রেপ্তারের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন এবং অবিলম্বে মো. রিপুনুল হাসানের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছেন। একইসঙ্গে তারা সকল হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

মেহেরপুর জেলা জুয়েলার্স সমিতির সভাপতি কিশোর পাত্র বলেন, “যাচাই-বাছাই না করেই দেশের স্বর্ণ ব্যবসার নেতৃত্বে থাকা একজন সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে ব্যবসায়িক পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।”

কর্মসূচি সম্পর্কে জেলা জুয়েলার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বলেন, “আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা দোকান খুলছি না। প্রয়োজনে সারা দেশে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।”

স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই ঘটনার ফলে সাধারণ ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কে রয়েছেন। ক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, কারণ অনেকেই আগেই অর্ডার দেওয়া গহনা বুঝে পাচ্ছেন না।

এদিকে, জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দোকান বন্ধ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। তবে যদি দীর্ঘমেয়াদি বন্ধ অব্যাহত থাকে, তা হলে স্বর্ণ ব্যবসা ও সাধারণ গ্রাহকের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

গাংনীতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সেমিনার

মেহেরপুরের গাংনীতে “বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)”-এর আওতায় দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলীর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আসাদুল ইসলাম।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সোহেল পারভেজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সমাজসেবা কার্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন অফিসার কাজী মুনসুর আলী, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মুনসুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি বদরুদ্দোজা মুকুল।

সেমিনারে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৮০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীর কাথুলী ইউপিতে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এ বাজেট ঘোষণা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ১নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ইফতেখার আহমেদ, সহকারী সচিব রাজিয়া সুলতানা, ১নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল হোসেন, ২নং ওয়ার্ড সদস্য জিনারুল ইসলাম (গাড়াবাড়ীয়া), ৩নং ওয়ার্ড সদস্য আশরাফুল ইসলাম, ৫নং ওয়ার্ড সদস্য ফারুক হোসেন, ৬নং ওয়ার্ড সদস্য হুসাইন মোহাম্মদ (খাসমহল), ৭নং ওয়ার্ড সদস্য আজমাইন হোসেন (লক্ষীনারায়নপুর ধলা), ৮নং ওয়ার্ড সদস্য কাবের আলী (মাইলমারী), ৯নং ওয়ার্ড সদস্য আনারুল ইসলাম (নওপাড়া), মহিলা ইউপি সদস্যগণ, ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা উজ্জ্বল হোসেন, কৃষি কর্মকর্তা সোহেল রানা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক গুলছেতারা খাতুন, শিক্ষক রুহুল আমিন মাস্টার, সমাজসেবক শহিদুল ইসলাম এবং এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবী ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ইফতেখার আহমেদ বাজেট উপস্থাপনকালে জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মোট আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৭৯,০৫,৪৬০ টাকা (এক কোটি উনআশি লক্ষ পাঁচ হাজার চারশ ষাট টাকা মাত্র)। বাজেটে আইন-২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়নের ট্যাক্স, টোল, ট্রেড লাইসেন্স, পারমিট এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রমোদমূলক কার্যক্রম থেকে আয় বিবেচনা করা হয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, “আমি এবং আমার ইউপি সদস্যবৃন্দ আপনাদের সেবক হিসেবে আগামী ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সহযোগিতা করে পাশে থাকবেন।”

তিনি আরও বলেন, “আপনাদের সঠিক সেবা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব, তেমনি ইউনিয়নের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব। আসুন আমরা সকলে মিলে একটি উন্নত ও স্বনির্ভর ইউনিয়ন গড়ে তুলি।”

সভা শেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ

“শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড” এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধে মেহেরপুরের সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সচেতনতামূলক “মা সমাবেশ” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাজেদুল হক।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য ও সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিনারুল ইসলাম ও জাহানারা খাতুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পিটিএ কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সমাবেশে বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী ও তাঁদের মায়েরা অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে মায়েদের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানো।

প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা বলেন, “একজন শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন তার মা। তাই শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকা অপরিহার্য। যদি মা সচেতন হন, তাহলে তার সন্তান কখনোই ঝরে পড়বে না বরং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।”

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিনারুল ইসলাম বলেন, “বর্তমানে বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে অনিয়মিত হচ্ছে। এর পেছনে পারিবারিক উদাসীনতা, সচেতনতার অভাব এবং দারিদ্র্য অন্যতম কারণ। তবে যদি অভিভাবকদের—বিশেষ করে মায়েদের শিক্ষাবান্ধব করে তোলা যায়, তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।”

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক মো. সাজেদুল হক বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যেন বিদ্যালয় থেকে কোনো শিক্ষার্থী ঝরে না পড়ে।

এ লক্ষ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, আর এই সমাবেশ তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।”

সমাবেশে অংশ নেওয়া মায়েরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আরও যত্নবান হওয়ার অঙ্গীকার করেন। অনেকেই জানান, আগে তাঁরা বিদ্যালয়ের বিষয়ে তেমন মনোযোগী ছিলেন না, তবে এখন থেকে নিয়মিত সন্তানের খোঁজখবর রাখবেন।

মেহেরপুরে বিএডিসি’র বোরো ধান বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর উদ্যোগে “বোরো ধান বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল” শীর্ষক চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১টায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন কার্যালয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল মাওলা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া বিএডিসি’র উপপরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম, মেহেরপুর বিএডিসি’র উপপরিচালক মোঃ হাফিজুল ইসলাম, আমঝুপি বিএডিসি’র সিনিয়র সহকারী পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন, চিৎলা বিএডিসি’র যুগ্মপরিচালক মোহাম্মদ মোর্শেদুল আলম, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার এ কে এম কামরুজ্জামান, আমঝুপি বিএডিসি’র উপপরিচালক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, ডাল ও তৈল বীজ) মোঃ জিয়াউর রহমান, জেলা বিএডিসি’র উপপরিচালক (কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স) মোহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ।